@@@ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা করো।

অথবা, সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

অথবা ,চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

১) সাধু ভাষা হল পন্ডিত মহলের ভাষা যা শুধুমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
কিন্তু চলিত ভাষা হল জীবন্ত ভাষা যা দৈনন্দিন জীবন ও সাংসারিক কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২) সাধু ভাষা ও অপেক্ষাকৃত মার্জিত ,পরিকল্পিত, ও সুবিন্যাস্ত।
অন্যদিকে চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিমার্জিত ,অপরিকল্পিত ,অবিন্যস্ত ও এলোমেলো ।

৩) সাধারনত সাধু ভাষায় অধিকসংখ্যক বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ,মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দ রূপ, ক্রিয়া রূপ, বিভক্তি- অনুসর্গ , ইত্যাদির আধিক্য দেখা যায় ।
অন্যদিকে চলিত ভাষায় দেশী ও বিদেশী শব্দের আধিক্য বেশি দেখা যায়।

৪) সাধু ভাষায় সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা বেশি।
কিন্তু চলিত ভাষায় সমাসবদ্ধ সন্ধিবদ্ধ পদের সংখ্যা কম।

৫) সাধু ভাষায় সর্বনাম এর পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়।যেমন- যাহা, তাহা, তাহাদের, যাহাদের,ইত্যাদি।
অন্যদিকে চলিত ভাষায় সর্বনাম এর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- তা, যা, তার, যার, ইত্যাদি।

৬) সাধু ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ার দীর্ঘরুপ প্রচলিত। যেমন- কোরিয়া, করিতেছি, ইত্যাদি।
অন্যদিকে চলিত ভাষায় ক্রিয়া সংক্ষিপ্তরূপ প্রচলিত। যেমন- করে, করছি, ইত্যাদি।

৭) সাধু ভাষা হলো শিক্ষিত জনের ভাব বিনিময়ের মার্জিত মাধ্যম।
অন্যদিকে চলিত ভাষা হল একালের মুখের জীবন্ত ভাষা যা শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৮) সাধু ভাষায় যৌগিক ক্রিয়া পদের ব্যবহার বেশি।
যেমন- গমন করা, শয়ন করা, আহার করা, ইত্যাদি।
অন্যদিকে চলিত ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। যেমন -যাওয়া, শোনা, খাওয়া , ইত্যাদি।

৮) সাধু ভাষায় কথ্য ভাষার প্রবাদ প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ সহজে খাপ খায় না। কিন্তু চলিত ভাষায় প্রবাদ প্রবচন বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ সহজেই খাপ খায়।।

১০) সাধু ভাষার বাক্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া এই বিন্যাস ক্রম সাধারণত লংঘন করা হয় না। অন্যদিকে চলিত ভাষায় বাক্যে পদের বিন্যাস কতখানি যান্ত্রিক নয় অনেকক্ষণই নমনীয়।।

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)